বোমা হামলাকারীদের ধন্যবাদ

-হাসান
(massnoon.hasan@gmail.com)
http://jonotardabi.cjb.net

আমি ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছিলাম।প্রথম খবরটা আমি পাই আমার মোবাইলে। রাস্তায় বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার গাড়ী এবং তাদের উৎকণ্ঠিত চেহারা দেখে নিশ্চিত হলাম খবরটা সত্যি।

অনেক ভেবে দেখলাম যারা বোমা হামলা করেছেন তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।কারণ-

১. আপনারা এই দেশের মানুষের সহনশীলতার পরীক্ষা নিচ্ছেন।আমরাও দিয়ে যাচ্ছি।আরো উন্নত পরিকল্পনায়,আরো অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি নিয়ে আপনারা হামলা চালাবেন আমরা-ও দেখব আপনারা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন।

আমরা জানি না কবে আমাদের এই পরীক্ষা দেওয়া শেষ হবে,কিন্তু এই সহনশীলতার পরীক্ষায় আমাদের সফল করার সুজোগ বারবার সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

২. আপনারা আমাদের ভাবতে শিখাচ্ছেন,বুঝতে শিখাচ্ছেন কিভাবে,কোন কোন মৌলিক সমস্যাগুলোর উপর বাংলাদেশের মানুষের এক হতে হবে।আপনাদের একতাবদ্ধ কার্যক্রম থেকে আমরা শিক্ষা নিচ্ছি। আমরা দেখছি কিরকম একতাবদ্ধ হলে স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশে এরকম ঘটনা গুলো ঘটানো যায়।একবার নয়,দুবার নয়, বারবার।জেনে রাখবেন বাংলাদেশের মানুষের কোনো না কোনো সময় দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে। তারা ঘুরে দাড়াবে।

এরকম একটি অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য আপনাদের আবার ও ধন্যবাদ।

৩.আপনারা দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে একটি দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল,দেশের মানুষ,সরকার সবাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে এরকম একটি ঘটনা ঘটানো যায়। আপনারা হয়তো ভবিষ্যৎ-এ আরো বড় কিছু ঘটাতে পারেন,কিন্ত এই দেশের মানুষকে আপনারা দেখিয়ে দিয়েছেন- একতাবদ্ধ হলে কি না করা যায়।বাংলাদেশের মানুষ এবার হয়তো বুঝতে পারবেন তারা কোথায় আছেন,তাদের ভবিতব্য কি?

চোখ থাকতে ও আমরা আজকাল দেখি না,আমরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছি।
অন্ধ এইসব মানুষদের চোখ খুলতে সাহায্য করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

মাজার ব্যাপার কি জানেন?আপনারা যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে। হামলার পর সরকারী দল বিরোধীদলকে দোষারোপ করেছে,বিরোধীদলকে সরকারী দল কে দোষী করে আগামী শনিবার হরতাল ডেকেছে।আমি জানি আপনারা এই মুহূর্তে অনেক আনন্দিত কারণ দুপক্ষের এই কাঁদা ছোড়াছুড়ি আপনারা যারপরনাই উপভোগ করেন।

যেই কারণে আপনারা সবচেয়ে বড় ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য তা হচ্ছে, ধীরে ধীরে হলেও আপনারা এই দেশের

মানুষের মনে এই চিন্তা নিয়ে আসতে পারছেন-'বোমা হামলাকারীরা যদি এভাবে সংগঠিত হয়ে একটা পর একটা হামলা চালিয়ে নিরাপদে থাকতে পারে তাহলে আমরা এই বাংলাদেশের মানুষ কেন এক হয়ে এই দেশকে বাঁচানোর জন্য ১৯৭১ সালের মত গর্জে উঠতে পারব না।'

আমি বিশ্বাস করতে চাই এই সংগঠিত ও একতাবদ্ধ হবার শুরু টাও কোনো না কোনো ভাবে শুরু হয়েছে।

১৭-০৮-২০০৫